যায়যায়দিন

তারিখ 06 SEP 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

## অধ্যক্ষবিহীন খুলনা হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ

# হঠাৎ করে ক্লাস ছুটি, বিপাকে শিক্ষার্থীরা

খুলনা অফিস

খুলনা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে অধ্যক্ষ নেই প্রায় এক মাস। অনিয়ম-দুর্নীতি ও অদক্ষতার দায়ে অভিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে অব্যাহতি দেয়া হলেও তিনি সে সিদ্ধান্ত না মেনে কলেজে আসা বন্ধ করে দেন। পরে রোজা শুরুর আগেই এক মাসেরও বেশি সময়ের জন্য কলেজে রোজা ও ঈদের ছুটি ঘোষণা করেন। হঠাৎ করে কলেজ ছুটি হয়ে যাওয়ায় ফরম ফিলআপ করতে না পেরে পরীক্ষার্থীরা রয়েছেন চরম উদ্বেগ উৎকণ্ঠায়। অন্যদিকে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রয়েছেন বেতনবিহীন অবস্থায়।

সূত্র জানিয়েছে, খুলনা হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজের গভর্নিংবডির সভাপতি ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) স্বাক্ষরিত এক পত্রে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডা. আবদুল খালেক মিয়াকে ১০ আগস্ট তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতি-অযোগ্যতাসহ নানা অভিযোগ রয়েছে বলে একাধিক সূত্র জানায়। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হলেও ডা. আবদুল খালেক মিয়া দায়িত্ব হস্তান্তর না করে কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেন। অধ্যক্ষের অনুপস্থিতির কারণে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েন কলেজের সাত শতাধিক পরীক্ষার্থী। হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল বোর্ড আগামী ৭ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জরিমানা ছাড়া ফরম পূরণের দিন ধার্য করেছে। বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী ফরমের চাহিদা জানিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষকে বোর্ডের কাছে কমপক্ষে ১৫ দিন আগে আবেদন করতে হয়। কিন্তু অধ্যক্ষ না থাকায় এবার বোর্ডের কাছে ফরমের জন্য আবেদন করা হয়নি। এদিকে ঈদুল ফিতরের পরে কলেজ খুললে এ বিষয় নিয়ে ছাত্র বিক্ষোভ বিস্ফোরণে রূপ নিতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করেছেন।

এ বিষয়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডা. আবদুল খালেক মিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া প্রসঙ্গে তিনি কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করে বলেন, আমি এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছি। তিনি বলেন, ফরম ফিলআপের জন্য পর্যাপ্ত সময় হাতে আছে।